# রূপগঞ্জের ইউএনও সাইফুল ইসলামের অভিযানে আতঙ্কে মাদক কারবারিরা

রূপগঞ্জের ইউএনও সাইফুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

মাদকের বিস্তার একটি পরিবারকে বিপর্যস্ত করার পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত করে তুলতে পারে। এ কারণে মাদকের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে নিয়মিত অভিযান ও কঠোর আইন প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গত কয়েক মাসের প্রশাসনিক তৎপরতায় সেই উদ্যোগেরই একটি চিত্র দেখা যাচ্ছে।

রূপগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে উপজেলাজুড়ে মাদকের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান চালানো হচ্ছে। এসব অভিযানে মাদক বিক্রির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি থেকে শুরু করে সেবনকারীদের বিরুদ্ধেও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি কিংবা পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেলেও বিষয়গুলো যাচাই করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমেও অনেককে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই মাদক, ভূমিদখল ও ভেজালের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন ইউএনও সাইফুল ইসলাম। গত চার মাসে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পরিচালিত অভিযানে চার শতাধিক মাদক কারবারি ও সেবীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে নেওয়া হয়েছে নানা কর্মসূচি।

প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেন, নিয়মিত অভিযান ও আইন প্রয়োগের ফলে রূপগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় মাদকের আস্তানাগুলো আগের তুলনায় অনেকটাই সংকুচিত হয়েছে। যেসব স্থানে একসময় প্রকাশ্যে মাদক কেনাবেচা বা সেবনের অভিযোগ পাওয়া যেত, সেসব এলাকাতেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এতে মাদক কারবারিদের মধ্যে চাপ তৈরি হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও স্বস্তি ফিরছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

উপজেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তা আশিকুর রহমান বলেন, মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে ইউএনওর নেতৃত্বে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। গত চার মাসে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে চার শতাধিক মাদক কারবারি ও সেবীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে, শুধু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়, মাদকবিরোধী জনসচেতনতা তৈরিতেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ইউএনও সাইফুল ইসলামের কার্যক্রম শুধু মাদকবিরোধী অভিযানেই সীমাবদ্ধ নেই। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অসহায় ও দরিদ্র মানুষের সমস্যার দিকেও তিনি নজর দেওয়ার চেষ্টা করছেন। দূরদূরান্ত থেকে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে উপজেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে আসা অসুস্থ, হতদরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের সরকারি সহায়তার পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগেও সহযোগিতা করার ঘটনা রয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

রাহেলা খাতুন ও জুয়েল মিয়ার মতো স্থানীয় অসহায় মানুষেরা বলেন, কঠোরভাবে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের সময় পাশে থাকার কারণে ইউএনও সাইফুল ইসলাম স্থানীয়দের কাছে মানবিক কর্মকর্তা হিসেবেও পরিচিতি পেয়েছেন। তারা বলেন, প্রশাসনের প্রতি মানুষের আস্থা তৈরিতে একজন কর্মকর্তার দায়িত্বশীলতা ও ব্যক্তিগত আন্তরিকতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সচেতন মহলের মতে, মাদক নির্মূলের দায়িত্ব কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর ছেড়ে দিলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া কঠিন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, জনপ্রতিনিধি এবং মাঠ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সমন্বিতভাবে কাজ করলে মাদকের বিরুদ্ধে আরও কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। রূপগঞ্জে সাম্প্রতিক সময়ের অভিযানগুলো সেই সম্ভাবনার একটি উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

তারা আরও মনে করেন, দেশের অন্যান্য উপজেলা ও জেলায়ও যদি নিয়মিত অভিযান, কঠোর আইন প্রয়োগ এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম একসঙ্গে চালানো হয়, তাহলে মাদকের বিস্তার উল্লেখযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কারণ শুধু আইন প্রণয়ন করলেই অপরাধ কমে না; সেই আইনের বাস্তব প্রয়োগ এবং অপরাধের বিরুদ্ধে প্রশাসনের দৃশ্যমান অবস্থানও গুরুত্বপূর্ণ।

রূপগঞ্জ ইউএনও মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আমি প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মচারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। সরকারকে সহযোগিতা করতে এলাকার আইনশৃঙ্খলা ও সামাজিক পরিবেশ ঠিক রাখতে আমি বদ্ধপরিকর।’

রূপগঞ্জের চলমান মাদকবিরোধী কার্যক্রম তাই শুধু একটি উপজেলার অভিযান হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তারা দায়িত্বশীলভাবে নিয়মিত আইন প্রয়োগ, নজরদারি ও জনসচেতনতা কার্যক্রম চালালে একটি বড় সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়, তারও একটি দৃষ্টান্ত তৈরি হতে পারে। সংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা, এমন উদ্যোগ দেশের অন্যান্য এলাকাতেও আরও জোরালো হলে মাদকের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে উঠবে।

LENS ASIA